



সুপ্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় পরিবার পরিজন নিয়ে ভালো আছেন। আপনারা সবাই জানেন, সমগ্র বিশ্ব আজ করোনা ভাইরাসে (COVID-19) আক্রান্ত। বাংলাদেশেও এই ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ভাইরাস সংক্রমণ থেকে জনগণকে রক্ষা, সংক্রমিত জনগণকে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা প্রদান এবং দেশের অর্থনীতির চাকা সচল ও পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা বর্তমানে করোনা আক্রান্ত। আমাদের যে সকল কর্মকর্তা কোভিড আক্রান্ত তাদের সাথে আমার নিয়মিত যোগাযোগ হয়। আজ পর্যন্ত আমাদের ৩১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ২৬ জন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে কাজে যোগদান করেছেন। অন্যান্যরাও শীঘ্রই কর্মস্থলে যোগদান করবেন মর্মে জানিয়েছেন। সবাই ভালো আছেন, কারো কোন শারীরিক জটিলতা নেই। রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব জসিম উদ্দিন মজুমদার কোভিড আক্রান্ত হয়ে অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি ৩-৪ টি জটিল রোগে আগে থেকেই আক্রান্ত ছিলেন। তাকে সুস্থ করতে আমরা সব ধরনের প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম। আমরা কাস্টমস পরিবার তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। পরম করুণাময় আল্লাহ তাকে বেহেশত নসিব করুন; তার পরিবার পরিজনকে হেফাজত করুন। যাইহোক দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সবাই সাবধানে থাকবেন। প্রমিত শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলবেন। প্রয়োজন মোতাবেক পিপিই, মাস্ক, গ্লাভস, গগলস ইত্যাদি ব্যবহার করবেন। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সাবান কিংবা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুবেন। আপনি বাদে অন্য সবাই আক্রান্ত মনে করে নিজেকে রক্ষার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তা করবেন। মনে রাখবেন পুরো কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগ আমাদের সাথে আছে।

আপনারা সবাই জানেন গত ২১-০৬-২০২০ খ্রিঃ তারিখে মে ২০২০ মাসের রাজস্ব আদায় পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় ZOOM প্রাটফর্মে সকল কমিশনারগণ সংযুক্ত হয়েছিলেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় সভায় সভাপতিত্ব করেছেন। সদস্য মহোদয়গণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। চেয়ারম্যান মহোদয় করোনা সংক্রমণ শুরু হবার পর থেকে শত ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও কাস্টম হাউস সার্বক্ষণিক চালু রাখা এবং বন্দরের পণ্যজট দূরীকরণের লক্ষ্যে পণ্য খালাস ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে কাস্টম হাউস চট্টগ্রামের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতি এবং নিরলস প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। একই সাথে সবাইকে তাঁর এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রমে সম্মুখ যোদ্ধা হিসেবে কাস্টমস কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভূমিকা জাতি স্মরণে রাখবে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। চেয়ারম্যান মহোদয়ের মাধ্যমে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ও করোনাকালে কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের ভূমিকা ও সামগ্রিক কর্মকান্ডের প্রশংসা করেছেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় ও সদস্য মহোদয়গণ নিয়মিত আমাদের খোঁজ নিচ্ছেন, সাহস যোগাচ্ছেন এবং আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। উল্লিখিত প্রশংসা অর্জন আমাদের সকলের সম্মিলিত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল। আমরা সবাই আমাদের এই অর্জনকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করব। বৈরী পরিস্থিতি ও কঠিন সময়ের মধ্যেও দেশের জনগণের প্রতি এবং কাজের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমার পক্ষ থেকেও আপনাদের জন্য রইলো অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভ কামনা। জাতীয় প্রয়োজনে ভবিষ্যতেও আমরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উদাহরণ সৃষ্টি করব। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। সুখে দুঃখে সহকর্মী ও স্বজনদের পাশে থাকবেন। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। আমিন।

প্রাপক:

সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ।

কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ ফখরুল আলম
কমিশনার অব কাস্টমস।